বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দিনের পদধ্বনি
ডিজিটাল ক্যাম্পাস

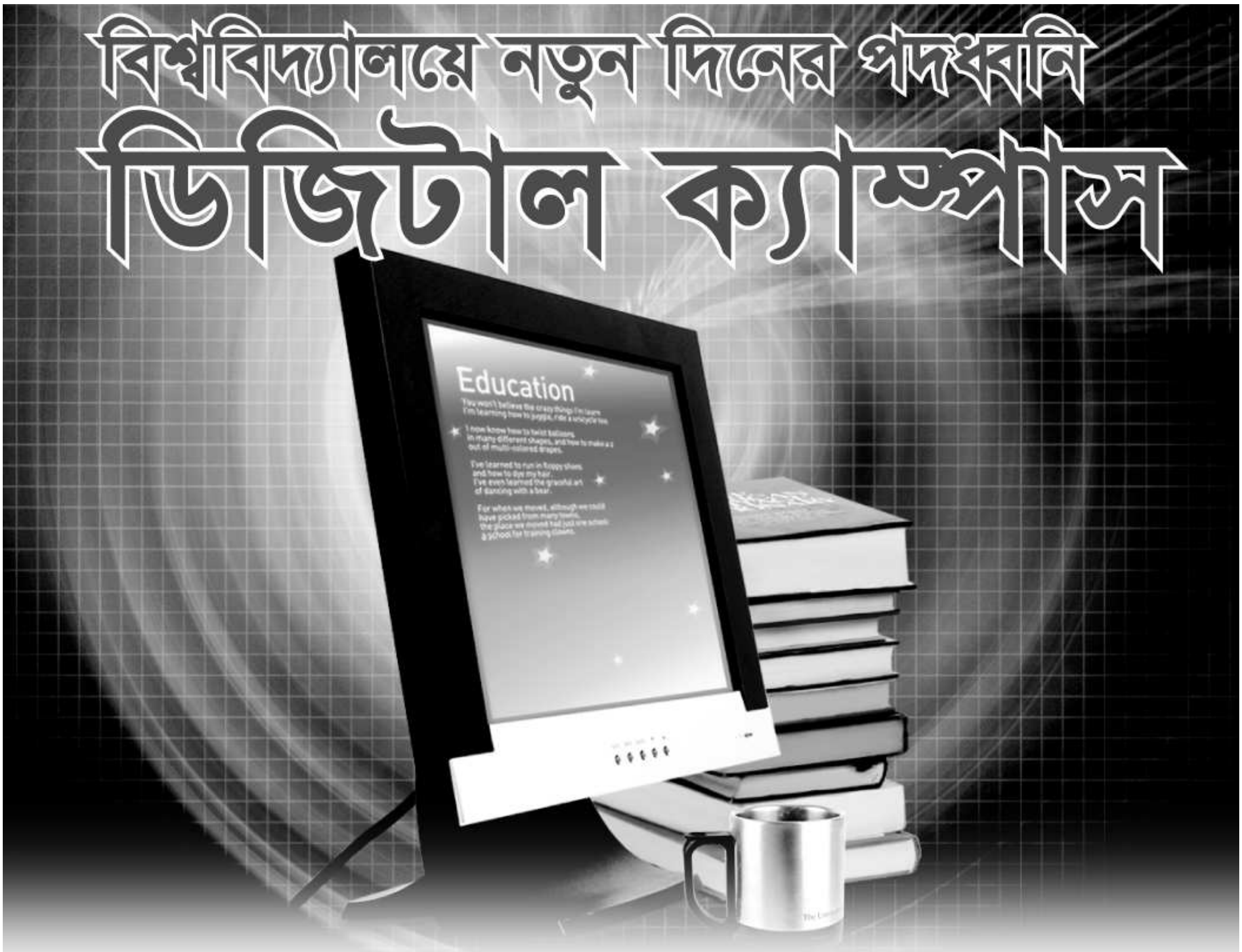

উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া আজ সবখানে। তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে শুরু করে বিনোদন পর্যন্ত নানাভাবে উন্নত প্রযুক্তির সুবিধা আমরা ভোগ করছি। কেউ জানে না কোথায় গিয়ে শেষ হবে প্রযুক্তির এই নিত্য নতুন সব কা কারখানার চমক। প্রযুক্তির নানা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করলেও প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি আমাদের চমকে দিচ্ছে, ঢুকে পড়ছে আমাদের জীবন ব্যবস্থার কোন থেকে কোনে। বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক দিন থেকেই নানা রকম অত্যাধুনিক সুবিধা ভোগ করে আসছে। আমরা এতদিন এর থেকে পিছিয়ে ছিলাম অবিশ্বাস্যভাবে। তবে দিন সবারই বদল হয়। কারও আগে, কারও পরে। নেই নেই করেও আমাদের দেশেও শিক্ষা ব্যবস্থায় লেগেছে উন্নত প্রযুক্তির হাওয়া। তবে প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক পর্যায়ের তুলনায় এর অগ্রসরতা চোখে পড়ে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। তাই আমাদের এবারের মাস্টার ফাইল সত্যিই ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা বলতে কি বোঝানো হয় ও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাদানের প্রস্তুতি চলছে সে তথ্য নিয়েই আমাদের এবারের মাস্টারফাইল। তৈরি করেছেন **ইশতিয়াক মাহমুদ**।

সারা পৃথিবীতে বর্তমানে একটি ট্রেন্ড চলছে তা হল পেপারলেস এনভায়রনমেন্ট। অর্থাৎ কাজকর্ম যা কিছু হবে, সব করার চেষ্টা হবে কাগজের উপস্থিতি ছাড়া, ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে। এটা সত্যি, পুরোপুরি কাগজ এর ব্যবহার তুলে দেয়া অসম্ভবের কাছাকাছি, অন্তত আরো একশ বছরের মধ্যে। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে, কাগজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা তত কমে যাচ্ছে। লেখালেখিতে, বিশেষত কোনো তথ্য পড়ার কাজে ক্রমশ্যই বাড়ছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার। কি ডিজিটাল যন্ত্র ব্যবহার হচ্ছে এ কাজে, সে প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ল্যাপটপ থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন, বিভিন্ন ডিজিটাল লাইফ স্টাইল যন্ত্র, ই-বুক রিডার সহ নানা রকম যন্ত্র। কিছুদিন আগেও অফিশিয়াল কাজে কাগজের ব্যবহার ছাড়া কল্পনাই করা যেত না। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকম প্রাযুক্তিক ব্যবহারের ফলে কগজের দরকার কমে আসছে। অফিসের বস হয়ত বা আগে পিয়নকে দিয়ে অধস্তনদের কাগজের স্লিপ পাঠাতেন কোন নির্দেশ দিয়ে, এখন সেই তিনিই হয়ত এস এম এস অথবা বিশেষ মেসেনজারের মাধ্যমে তার অনলাইনে থাকা কর্মীদের জানিয়ে দিচ্ছেন যা জানাবার। অনেক কর্মচারী তার কাজের রিপোর্টটি ল্যাপটপে সম্পূর্ণ করে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে অথবা অফিশিয়াল ডাটাবেজে আপলোড করে দিচ্ছেন।

অফিশিয়াল কাজকর্মের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থাতেও নানা পরিবর্তন এসেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রাক্তন টারমিনেটর আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার ঘোষণাই দিয়ে বসেছেন যে তাঁর অঙ্গরাজ্যে তিনি ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবেন সম্পূর্ণভাবে, যাতে শিক্ষার্থীদের ছাপানো বইয়ের উপর নির্ভর করতে না হয়। সমস্ত পাঠ্য বিষয় ই-কনটেন্ট-এ পরিণত করার ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার পড়ার

বিষয়বস্তু অনলাইন থেকেই ডাউনলোড করে নিতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ডিজিটাইজ করার জন্যে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন একটি করে ল্যাপটপ পায় সে ব্যবস্থাও করছেন তিনি। এই ব্যবস্থার কারণে প্রতি বছর বই ও অন্যান্য নন-ডিজিটাল দ্রব্যাদির পেছনে যে ৩২০ মিলিয়ন ডলার খরচ হত, তা এখন খরচ হবে ডিজিটাল ব্যবস্থার পেছনে। শুধু ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশাসনই নয়, সারা বিশ্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন রকম কায়দা উদ্ভাবন করে চলেছে এই ইলেকট্রনিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে। তারা বিশেষ প্রজেক্টের আওতায় ইলেকট্রনিক ক্লাসরুম নামে একটি ব্যবস্থা দাঁড় করাতে চাইছেন যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একে অপরের সাথে ইন্টার‍্যাক্ট করবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই ধারণাটি আরো একটি নতুন বিষয়ের জন্ম দিয়েছে, তা হল ই-লার্নিং বা অনলাইন লার্নিং। যদি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এক অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও ভাব বিনিময়টুকু ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করেই ভালভাবে করা যায়, তবে কেন দুর-শিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর হবে না? সাধারণ ডাক ব্যবস্থা ব্যবহার করে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে দুর শিক্ষণ অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। তখন এর মূল সীমাবদ্ধতা ছিল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সঠিক ও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ না থাকা। যার ফলে ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুমে শিক্ষক যে ছাপটুকু শিক্ষার্থীর মনে ফেলতে পারতেন অথবা শিক্ষার্থীকে যা দিতে পারতেন তা হয়ত সম্ভব হত না। কিন্তু এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির কারণে অবস্থা অনেকখানিই ভিন্ন। স্ট্রিমিং ভিডিও এবং অডিও, ইন্টার‍্যাকটিভ প্রজেকশন, সরাসরি ভার্চুয়াল পরিবেশে রিয়েল টাইমে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে ভাব বিনিময় করার সুবিধা, দ্বিমুখী যোগাযোগ সুবিধা, ইত্যাদির কারণে শিক্ষা আর কেবল ক্লাসরুমের মধ্যে আবদ্ধ নেই। শিক্ষক আজকাল ব-্যাকবোর্ডে কোনো তথ্য লিখে দেবার চাইতে ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে সরাসরি বিভিন্ন চিত্র এবং প্রয়োজনবোধে ভিডিও সহকারে দেখানোতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকের লেকচার থেকে পাওয়া তথ্যগুলো নোট না করে অনেক সময় ডিজিটাল ভয়েস রেকর্ডারে সেভ করছে পরবর্তীতে আবার শুনবে বলে। অনেক সময় এটাও দেখা যায় শিক্ষক তার পড়াবার বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তার ওয়েব সাইটে দিয়ে রেখেছেন, শিক্ষার্থীরা যখন যা দরকার তা ডাউনলোড করে কাজ করছে। বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক রকম পরিবর্তন এসেছে। ক্রমাগত বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে চলেছে যেগুলো অনেক নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড তৈরি করছে সবার জন্য। আজকাল ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার স্ট্যান্ডার্ডকেও কয়েকভাগে ভাগ করা যাচ্ছে। এর কিছু প্রথম দিকের ধারণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আবার বেশ কিছু আছে যেগুলোর উন্নয়ন ঘটেছে খুবই সাম্প্রতিক কালে। নতুন সব ইন্টারনেট প্রযুক্তি যেমন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ও ওপেন সোর্স কমিউনিটির ব্যবহার সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া, বিশেষ করে ভার্চুয়াল পরিবেশ অনেকভাবেই অনেক কিছুকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে এসব প্রযুক্তি এতভাবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হচ্ছে যে অনেকেই এগুলোকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। একটা সময়ে ডিজিটাল ক্লাসরুম অথবা ইলেকট্রনিক ক্লাসরুম বলতে বোঝানো হত একটি ক্লাসরুম যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি করে কম্পিউটার, শিক্ষক নিজের কম্পিউটার ও প্রজেক্টর ব্যবহার করে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য যে কম্পিউটারগুলো থাকবে, সেগুলো ব্যবহার করে তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ও নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে পারবে। শিক্ষক যে শিক্ষা উপাদানগুলো দেবেন তা খাতায় নোট না করে সরাসরি তার কাছ থেকে ডাউনলোড আকারে সংগ্রহ করে থাকে। এক সময় উন্নত দেশগুলোতে এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলেছে কার্যকরভাবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটায় এখন অনেক কিছুই অন্যরকম। ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের ধারণাটি জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে দিনকে দিন। একই সাথে দূর শিক্ষণের ব্যাপারটিও জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। বিশেষ করে দেশে বসে বিদেশের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট অর্জন অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যবস্থায় কোনো একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে শিক্ষক একটি অ্যাভাটার বা অ্যানিমেটেড প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত থাকেন। তার ছাত্র-ছাত্রীরাও একেকটি অ্যানিমেটেড অ্যাভাটার-এর মাধ্যমে ক্লাস রুমে উপস্থিত থাকে। তারা একে অপরের কথা ও বিভিন্ন আচরণ তারা দেখতে পারে। প্রয়োজনে গ্রুপ চ্যাট ও একক চ্যাট করার অপশনও বর্তমান এই ভার্চুয়াল ক্লাসরুমের পরিবেশে। এর জন্য সবচাইতে জনপ্রিয় হল 'সেকেন্ড লাইফ' নামের ভার্চুয়াল জগৎটি। একটি বিশেষ সফটয়্যারের মাধ্যমে আপনি শুধু ক্লাসরুম নয়, বাস্তব পৃথিবীতে যা করা যায় তার অনেক কিছুই করতে পারবেন। শপিং, ঘুরে বেড়ানো, ডেটিং এমনকি অফিশিয়াল কাজও করা সম্ভব। অনেক বিখ্যাত কোম্পানী এই কৃত্রিম জগতে তাদের অফিসও রেখেছে। এই অভিজ্ঞতাটা অনেকটা থ্রিডি গেমের অবাস্তব পরিবেশে ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন ঘটনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার মত। পার্থক্য কেবল গেমে সব চরিত্র কাল্পনিক, আর এখানে সবাই বাস্তব এবং সবই ঘটছে রিয়েল টাইমে।

এখন দেখা যাক দেশের মধ্যে কী অবস্থা। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে এগিয়ে এসেছে মূলত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তাদের আধুনিক ও আগ্রহী মানসিকতার পরিচালনা পরিষদের কারণে এ কাজটি সহজ হয়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায়। ছাত্র ছাত্রীদের নানা রকম বাড়তি সুবিধা দেবার চেষ্টা করার পাশাপাশি নানা রকম আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ক্ষেত্রেও তারা সফলভাবে ব্যবহার করছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এসব ছাড়াও ডিজিটাল প্রযুক্তির কল্যাণে গতি এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাতেও। ছাত্র ভর্তি থেকে শুরু করে তাদের সবরকম একাডেমিক কার্যকলাপের রেকর্ড রাখা হচ্ছে ডিজিটালভাবে, যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা হয়ে পড়েছে তুলনামূলক দ্রুতগতিসম্পন্ন। আগে যে কাজটি করতে সময় লাগত হয়ত মাস কিংবা সপ্তাহ, সে কাজগুলো এখন কয়েক দিনেই করা সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষা ও শিক্ষা পরিবেশ ডিজিটাইজ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে সিলেটে অবস্থিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের। অনেক আগে থেকেই তারা তাদের ছাত্রদের নানা রকম প্রযুক্তিগত সুবিধা দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। এসব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি অনেক সময়ই হয়েছে দেশের মধ্যে প্রথম। বছর কয়েক আগেও, যখন শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সেভাবে শুরুই হয়নি, তখনই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র হলে উচ্চগতির ইন্টারনেট সাপোর্ট দিয়ে এসেছে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক জনাব আবু আউয়াল মোঃ শোয়েব জানান তাদের বর্তমান অবস্থা। তিনি বলেন, 'প্রথমদিকে কেবলমাত্র একাডেমিক ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনগুলোতে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সুবিধা দেয়া হয়েছিল। সবাই এটাকে ব্যবহার করতে শুরু করলে অবস্থার প্রেক্ষিতে এর আওতা বাড়ানো হয়। বর্তমানে প্রায় গোটা ক্যাম্পাসে এই সুবিধা দেয়া হয়েছে। লাইব্রেরি থেকে শুরু করে প্রায় সবগুলো ফ্যাকাল্টি বর্তমানে অয়্যারলেস ইন্টারনেট-এর আওতায়। সম্প্রতি আবার ব্যান্ডউইথও বাড়ানো হয়েছে। আগে সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করত দুই মেগাবিট ব্যান্ডউইথ। এখন এর পরিমাণ আট মেগাবিট। এই কানেকশন সরাসরি বিটিসিএল-এর থেকে ফাইবার অপটিক-এর মাধ্যমে আমরা ব্যবহার করছি। অভ্যন্তরীণভাবে আমরা প্রায় সবাই তথ্য প্রযুক্তির সুবিধাগুলো নেয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকি। আমাদের কেন্দ্রীয় সার্ভার আছে যেখানে শুধুমাত্র শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মীরা অ্যাকসেস পেয়ে থাকেন। একজন শিক্ষক তাঁর নেয়া মিডটার্ম

অথবা ক্লাস টেস্ট-এর ফলাফল কেন্দ্রীয় সার্ভারে আপলোড করে দিতে পারেন সহজেই। এর ফলে কন্ট্রোলার অফিসের পক্ষে একজন ছাত্রের একাডেমিক ফলাফল তৈরি করা হয়ে পড়ে অনেক সহজ। বিশেষ করে সময় বাঁচে অনেক বেশি। সাধারণ ব্যবস্থায় একজন ছাত্রের পূর্ববর্তী সেমিস্টার বা ইয়ারের ফলাফল আসতে কখনো বছরও গড়িয়ে যায়। এটা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্যে ক্ষতিকর। বিশেষ করে যারা ফাইনাল ইয়ার পাস করে বেরিয়ে গেছে তাদের তো সমস্যা সবচেয়ে বেশি। একটি ফলাফল ও সার্টিফিকেটের অভাবে তারা তাদের কর্মজীবন শুরু করতে পারছে না। নতুন ব্যবস্থার কারণে এই টাইম ল্যাগটি অনেক কমিয়ে আনা গেছে। সামনে সব শিক্ষক এই ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়ে একে আরো কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারলে এই টাইম গ্যাপটা আরো কমিয়ে আনা যাবে। এছাড়া লাইব্রেরিতে অটোমেশন সিস্টেম ব্যবহার করেও ভাল ফল পেয়েছি আমরা। ছাত্রদের বই নেয়া ও তা জমা পড়ার ব্যাপারে অনেক জটিলতার অবসান ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট ইস্যু করার সময় একটি রিপোর্ট দিতে হয় লাইব্রেরি থেকে, যে সেই নির্দিষ্ট ছাত্রের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বই জমা পড়ে নেই। অটোমেশনের ফলে এটা অনেক অনেক কম সময়ে করা যাবে এখন। আমার মতে সবচেয়ে কার্যকরীভাবে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো গেছে গত বছর অ্যাডমিশনের সময়। ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার প্রক্রিয়ার জন্য ক্যাম্পাসে আসতে হয়নি। তারা মোবাইলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে। সাথে সাথেই তারা অটোমেটেড সিস্টেমে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পেয়ে গেছে এসএমএস-এর মাধ্যমে। এই অটোমেশনের মাধ্যমে ভর্তির সময় প্রশাসনিক কর্মীদের উপরে বাড়তি কাজের চাপ কমানো গেছে অনেকখানি। এছাড়া বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর চাপও কমেছে অনেকখানি। সামনে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে তারা প্রিপারেশন নেবার সময় বেশি পেয়েছে। এখন আমরা চেষ্টা করছি এ ব্যবস্থা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে দেবার। অনেকে অনেক রকম চিন্তা করছেন। ভাবছেন এ ব্যবস্থায় ভুয়া পরীক্ষার্থী ও সাহায্যকারী পরীক্ষার্থীরা সুবিধা পাবে কিনা। তবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় যতটুকু দেখেছি, সাধারণ ব্যবস্থায় যতটুকু ঝুঁকি ছিল এ ব্যবস্থায় তার চেয়ে বেশি ঝুঁকি নেই। এর বিরুদ্ধে কেবল সতর্কতাই পারে পরিচ্ছন্ন পরীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে। সম্প্রতি আমরা একটি প্রস্তাবনা নিয়ে চিন্তা করছি। তা হল বাংলাদেশ মেডিকেলে যেভাবে একটি পরীক্ষা নিয়ে সবার অবস্থান নির্ণয় করে, সেরকমভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যায় কিনা। অনেকে এটা নিয়ে চিন্তা করছেন। এর ফলে পরীক্ষা সবাই যার যার নিজের এলাকা থেকে দিতে পারবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা দেয়ার যে জটিলতা তৈরি হয় তার অবসান ঘটবে। দেখা যায় একই ব্যক্তি, সে বেশ কয়েকটি জায়গায় সুযোগ পেয়েছে। সে কিন্তু তার পছন্দের জায়গাতেই পড়বে। কিন্তু মাঝখানে সে বেশ কয়েকটি অবস্থান দখল করে রেখেছে যা অন্যরা সুযোগ নিতে পারত। এ ব্যবস্থা নিয়ে অনেকেই চিন্তা করছেন। আবার ভিন্ন মতও দেখা যাচ্ছে অনেকের মধ্যে। যাই হোক, এটা বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা, সময়ই তা বলে দেবে। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই নতুন প্রযুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশে আরো নতুন কিছু আনার ব্যাপারে আশা করা যায় আমরাই এগিয়ে থাকব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে ব্র্যাক-এর একটি আলাদা অবস্থান রয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের অবদান কম নয়। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারপারসন **ড. মুমিত খান**-এর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের কি কি প্রযুক্তি সুবিধা দিচ্ছেন। তিনি জানান, আমরা সব সময়ই চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা সুবিধা পায়। আমরা এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি যেগুলো নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে উন্নত শিক্ষার ব্যাপারে উদাহরণ তৈরি করবে। আমাদের পুরো ক্যাম্পাস আমরা অয়্যারলেস ইন্টারনেটের আওতায় এনেছি। অনেক ছাত্রছাত্রীরই নিজস্ব ল্যাপটপ আছে। তারা এগুলো যাতে তাদের পড়ালেখার কাজে ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ সাহায্য করার চেষ্টা করে থাকি। আমরা বর্তমানে ১২ মেগাবিট ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করছি। এই ব্যান্ডউইথের অনেকখানিই আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আমরা ইন্টারনেটকে তাদের পড়াশোনার কাজে যতটুকু সম্ভব কাজে লাগাবার জন্যে এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি যেগুলো নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মানের। আমরা 'মডিউল' নামে একটি অনলাইন সার্ভিস ব্যবহার করি, যেটা ব্যবহার করে সত্যিকার অর্থেই ডিজিটাল ক্যাম্পাস তৈরি করতে পেরেছি বলে আমরা মনে করি। আমাদের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি করে নিজস্ব প্রোফাইল আছে। সেখানে তাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ধরনের রেকর্ড রাখা হয়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইল অ্যাকাউন্ট আমরা দিয়েছি। তারা এ প্রোফাইল ও অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে আমাদের বিভিন্ন অনলাইন সার্ভিস ব্যবহার করতে পারে। একজন কোর্স টিচার তার কোর্সের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফোরাম ও ডিসকাশন গ্রুপ তৈরি করতে পারেন। সেখানে তিনি তাঁর কোর্সের

ড. মুমিত খান

ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখতে পারেন। এছাড়া কোনো ছাত্র কোর্স নিয়ে তার সাথে সরাসরি অথবা ফোরামের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। কোনো বিষয় নিয়ে অস্বচ্ছতা থাকলে তা নিয়ে কোর্স শিক্ষক অথবা অন্যান্যদের সাথে গ্রুপ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এছাড়া আমরা একটি ডিজিটাল স্টাডি কনটেন্টস-এর একটি বিশাল সংগ্রহ তৈরি এবং সেটা নিয়মিত ডেভেলপ করে যাচ্ছি। অনেক কোর্স কনটেন্টসই শিক্ষার্থীদের বাইরে থেকে জোগাড় করতে হয় না। বিশেষ করে মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টস-এর ব্যাপারে আমরা অনেক সচেতন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষকদের লেকচার ও নানা রকম ভিডিও কনটেন্টস আমরা খুব গুরুত্বের সাথে নিয়ে থাকি। আমাদের বিভাগ অনুযায়ী কম্পিউটার ল্যাব আছে যেগুলো প্রত্যেকটাই তার বিভাগ অনুযায়ী রিচ কনটেন্টস-এ ভরপুর। সব মিলিয়ে আমাদের পাঁচ শতাধিক কম্পিউটার আছে। এগুলো ব্যবহার করে তারা সহজেই নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে পারে। এর পাশাপাশি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা বিভিন্ন ওপেন সোর্স সিস্টেম ব্যবহার করে অনেক কিছুই অনেক সহজ করে এনেছি। শিক্ষার্থীরা চাইলেই যে কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য যেন সাথে সাথে পেতে পারে সেজন্য আমরা অনলাইন ব্যবস্থা রেখেছি। সে তার প্রোফাইল ব্যবহার করে লগইন করে তার বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল, তার উপস্থিতি, ক্লাস রুটিনসহ নানারকম তথ্য পেতে পারে। তার পরীক্ষার ফলাফল নেয়ার জন্য তাকে অফিসে ভিড় জমাতে হবে না বরং সে যে কোনো সাইবার ক্যাফে থেকে ফলাফল প্রিন্ট আউট নিতে পারে। এ ছাড়াও আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি নিয়মিতভাবে কিভাবে আমাদের শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে তুলে নিয়ে আসা যায়। আমরা আশাবাদী, আমরা বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের নামটিকে সবার উপরে তুলে নিয়ে আসতে পারব।'

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রথম সারির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। মাঝে মাঝেই তারা নানারকম চমক দেখিয়ে থাকে। তাদের সাম্প্রতিক একটি ঘোষণা হল প্রতি শিক্ষার্থীকে একটি করে ল্যাপটপ দেবার। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইটি সফটওয়্যার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর রাশেদ করিম জানান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ই-এডুকেশনকে পুরোমাত্রায়

উপস্থাপন করতে চায়। আর প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যদি এতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে না পারে তবে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর ল্যাপটপ ছাড়া এ কাজটি করা যাবে না মনে করে ২০১০-পরবর্তী সেমিস্টার থেকে ভর্তি হওয়া প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি করে ল্যাপটপ দেয়া হবে। তিনি জানান, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নিয়ে যাবার পথে এটি একটি মাইলফলক। ড্যাফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ল্যাবে প্রায় তিনশ কম্পিউটার আছে। সেগুলো ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা এখনই নানাভাবে তাদের প্রয়োজনগুলো মিটিয়ে নিতে পারছে। এরপর ল্যাপটপ ও বর্তমান থাকা প্রায় তিন মেগাবিট ব্যান্ডউইথের অয়্যারলেস ইন্টারনেট ব্যবহার করেও তারা নানাভাবে উপকৃত হবে। বিশেষ করে অনলাইন লাইব্রেরির কথা না বললেই নয়। এখানে প্রায় সব বিষয়েই সম্পর্কিত ১০,০০০ ই-বুক রয়েছে। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে লগইন করে তাদের প্রয়োজনীয় লিটারেচার নিয়ে নিতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর নিজস্ব প্রোফাইল আছে যাতে তাদের ভর্তি হবার সময় থেকে পরবর্তী সময়ের সবরকম তথ্য সবসময় আপডেট করা থাকে। যে কোনো হয়ে যাওয়া পরীক্ষার ফলাফল তারা নিজেদের প্রোফাইল থেকেই পেতে পারে। এছাড়া ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এখন একটি ব্যবস্থা ডেভেলপ করতে কাজ করে চলেছে যাতে ক্লাসের বাইরেও শিক্ষকের সাথে তার প্রয়োজন নিয়ে যোগাযোগ করতে পারে। এমন একটি প-াটফর্ম তৈরি করা হচ্ছে যাতে একটি কোর্সের শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য শেয়ার করতে পারে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক বিষয়েও প্রযুক্তির ব্যবহারে কাজের গতি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে তাদের পড়ার বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রেও যে কনসাল্ট সার্ভিস দেয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রযুক্তি নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে।

ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিজিটাল ক্যাম্পাস উদ্যোগ নিয়ে কথা হয় পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান **সবুর খান**-এর সঙ্গে।

সবুর খান

প্রশ্ন: বর্তমানে বাংলাদেশে ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধা কেমন?

উত্তর: প্রাইভেটসহ সব মিলিয়ে দেশে প্রায় ৮০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে চালু আছে। ডিজিটাল ক্যাম্পাস বলতে যা বোঝায় সেরকম সুযোগ সুবিধা হাতে গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ই ডিজিটাল সুবিধা-বঞ্চিত। বিশেষ করে এক্ষেত্রে আমি বলব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক বেশি পিছিয়ে। যদিও সরকার রূপকল্প ২০২১-এর কথা প্রতিনিয়ত বলে আসছে, সে লক্ষ্যে আশানুরূপ কার্যক্রম কিন্তু এখনও দৃশ্যমান নয়। কিছু কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখনো ক্যাম্পাসে ইন্টারনেট ব্যবস্থাই সম্পূর্ণরূপে চালু করতে পারেনি। আশার কথা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক এগিয়ে। প্রথম সারির অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই ডিজিটাল ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা চালুর প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শুরু করেছে। অচিরেই এগুলো পরিপূর্ণ ডিজিটাল ক্যাম্পাসে রূপ নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ডিজিটাল সুবিধার দিক দিয়ে এগিয়ে। এ ব্যাপারটি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর: বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি দেশ। অর্থনৈতিকভাবে আমরা অনেকটা পিছিয়ে। দেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারকে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হয়। তাই তথ্যপ্রযুক্তিখাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনা সরকারের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার তথ্যপ্রযুক্তিখাতে বিপুল অর্থ যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া সরকারের নীতিনির্ধারক মহলে যারা আছেন, তারাও ডিজিটাল বিষয়সমূহের সাথে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের নতুন নতুন ধ্যান ধারণার সাথে পুরোপুরি অভ্যস্ত নন এবং এ ব্যাপারে তারা সরকারকেও সঠিকভাবে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছেন না । আর তাই সরকারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত ডিজিটাল সুবিধা নিশ্চিত করতে পারছে না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন কিছু আরোপ বা চালু করতে গেলে দীর্ঘসূত্রিতা বা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পড়তে হয়। অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্রুততার সাথে স্বল্প সময়ে ক্যাম্পাসগুলোকে ডিজিটাল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ডিজিটাল ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বলে মনে করেন?

উত্তর: একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং দেশ ও দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক চাকরি বাজারে নিজেকে যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানের বিকল্প নেই। আর তাই যুগোপযোগী তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে নিজেকে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্যাম্পাসেরও কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের জন্যও ডিজিটাল ক্যাম্পাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর সন্তান নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করছে কিনা, পরীক্ষায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা, ফলাফল কেমন করছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা নিয়মিত পরিশোধ করছে কিনা এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর একজন সচেতন অভিভাবক ডিজিটাল ক্যাম্পাস থেকে অনায়াসে ঘরে বসে লাভ করতে পারবেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন: শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধা কতটুকু প্রয়োজনীয়?

উত্তর: শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল ক্যাম্পাস অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। সারাবিশ্বে ডিজিটাল প্রযুক্তির যে হাওয়া বইছে , তার ছোঁয়া বাংলাদেশের পালে এসেও লেগেছে। প্রযুক্তির কল্যাণেই সমগ্র বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারের যোগ্য করে নিজেকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল ক্যাম্পাসই একমাত্র ভরসা। ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধা যত বেশি হবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় কমানো, সময় বাঁচানো, পরিশ্রম লাঘব করা ততই সহজ হবে। ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধা কাজে লাগিয়ে একজন শিক্ষার্থী সময়ের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্ন: ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধার মধ্যে ডিআইইউ কতটুকু পরিপূর্ণ?

উত্তর: আমি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একটি ডিজিটাল ক্যাম্পাসের স্বপ্ন দেখে আসছি। আর সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই সফটঅয়্যারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের সকল কর্মকাণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকাণ্ডসমূহ ধাপে ধাপে কম্পিউটারাইজড এবং অটোমেটেড করেছে। ফলে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকগণ ঘরে বসেই অনলাইনে তাদের ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ফলাফল, লাইব্রেরি সুবিধা এমনকি অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য জানতে পারছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডিজিটাল লাইব্রেরি দেশের সর্ববৃহৎ লাইব্রেরির দাবীদার, যার সাথে উন্নত বিশ্বের অনেক সমৃদ্ধ লাইব্রেরির সরাসরি লিংক রয়েছে। ফলে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুক্তির সর্বশেষ আবিস্কার সমূহের সাথে পরিচিত এবং বিশ্ববাজারের উপযোগী তথ্যপ্রযুক্তি বান্ধব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

একটি একটি করে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের প্রায় সব সুবিধাই নিশ্চিত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার সমস্ত বিষয়গুলোকে সমন্বিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সমস্ত কার্যক্রমগুলিকে একটি কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিই

আজকাল উন্নত কিম্বা উন্নয়নশীল সব দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আরো বেশি করে প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ওয়েব রেজিস্ট্রেশন কিংবা অনলাইন গ্রেড অ্যাকসেস-এর মত সুবিধাগুলো তো এখন রীতিমত সাধারণ ব্যাপার। তবে সতিকারের ডিজিটাল ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীরা একটিমাত্র সমন্বিত ব্যবস্থার মধ্যেই প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষা চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণ তথা ই-লার্নিংই হচ্ছে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের আসল কথা। অবশ্য ভাল প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি অসৎ মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠিত সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে যারা বিশ্বের যে কোনো স্থানে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এমনকি পিএইচডিও হাতে ধরিয়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়। এরা আসলে ডিজিটাল ক্যাম্পাসের ধারণার বিকৃতি এবং অপব্যবহার করছে। বিশ্বের নামীদামী ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু একটি সমন্বিত, বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল এডুকেশন সিস্টেম চালু করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং-এর জন্য ব্যবহৃত বিশ্বখ্যাত সফটঅয়্যার (যেমন WebCT এবং Blackboard)-এর সঙ্গে ডায়নিক্স বা এনডেভার ভয়েজার-এর মত লাইব্রেরি অটোমেশন সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে সমন্বিত ব্যবস্থার মধ্যে। ফলে একজন ছাত্র বা ছাত্রী একটিমাত্র ইন্টারফেস ব্যবহারের মাধ্যমেই তার সব রকম শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ, যেমন অ্যাডমিশন, লাইব্রেরি ব্যবহার, ফরম পূরণ বা রেজাল্ট দেখার কাজগুলো করতে পারছে। ব্যবহারকারীদের যত তথ্য বা সেবা প্রয়োজন তার সবই একটিমাত্র এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে সংগ্রহ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী একটিমাত্র ইন্টারফেস ব্যবহার করে অন্যদের সঙ্গে গ্রুপ স্টাডি, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা বা প্রশাসনিক সেবা গ্রহণ করতে পারে। কোর্স রেজিস্ট্রেশন, কোর্স ড্রপ বা অ্যাড করা বা ঠিকানা পরিবর্তনের মত কাজ ই-লার্নিং এনভায়রনমেন্টে করলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি আপডেটেড হয়ে যায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমেও। এর ফলে সব জায়গায় তথ্য থাকে নির্ভুল এবং একই।

প্রথম এগিয়ে আসে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটারাইজেশন এবং অটোমেশন পদ্ধতি দেশের জন্য একটি মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এসএমএস সুবিধা চালু করা হয়েছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ডিজিটাল ক্যাম্পাস সুবিধার পূর্ণতার জন্যই প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ল্যাপটপ প্রদানের সিদ্ধান্তের মত একটি যুগোপযোগী সাহসী পদক্ষেপ নিতে পেরেছে।।

প্রশ্ন: ডিজিটাল ক্যাম্পাস তৈরিতে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

উত্তর: বর্তমান সুবিধাসমূহের আরো আধুনিকীকরণ এবং তথ্যপ্রযুক্তির সর্বশেষ আবিষ্কারসমূহের সাথে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে মানিয়ে নেয়া এবং ই-লার্নিং ব্যবস্থা চালু করা এবং এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

আশা ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এনজিও সংস্থা আশা-র একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বেশিদিন হয়নি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের সহকারী অধ্যাপক কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল জানান, এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি ভাল অবস্থান করে নিতে পেরেছে। তবে নতুন প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে অনেক বিষয়ে আমরা এখনও পুরোপুরি স্টাবলিশ করে উঠতে পারিনি। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করি ছাত্রছাত্রীদের তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সব ধরনের সুবিধা দিতে। আমাদের সবগুলো ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ল্যাব আছে। এছাড়া কমন ল্যাবও আছে সবার জন্য উন্মুক্ত। এছাড়া আমরা বিভিন্ন রকম সুবিধা দেবার বেশ কিছু পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছি, যেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করব। ডিজিটাল ডিপোজিটরি তৈরি করার একটি ইচ্ছা আছে আমাদের। এর ফলে ছাত্ররা তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপাদান আমাদের অনলাইন সিস্টেম থেকেই ম্যানেজ করে নিতে পারবে। এছাড়া প্রয়োজনে অফিশিয়াল যোগাযোগ যেন সহজে করা যায় সেটাও আমরা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। ফলাফল, ক্লাস শিডিউলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য যেন চাইলেই পাওয়া যায়, এই সুবিধাও আমরা দিচ্ছি সব ছাত্রদের।

কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল

নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের সর্বপ্রাচীন এবং প্রথম সারির একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এ দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটিকে উচ্চ মানে তুলে আনার ব্যাপারে এর অবদান অনেক বেশি। কথা হয়েছিল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা জনাব বেলাল আহমেদ-এর সঙ্গে। তিনি জানালেন খ্যাতনামা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক উন্নতির কথা। বাংলাদেশে নর্থ সাউথ প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যার নিজস্ব বিশাল ক্যাম্পাস আছে। বসুন্ধরা এলাকায় আঠারো একর জমির ওপর এ আধুনিক, সুবিশাল ক্যাম্পাসটি গড়ে তোলা হয়েছে। বিশাল এ ক্যাম্পাসে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাগ্রহণ করে থাকেন। তিনি জানান, বাংলাদেশে এনএসইউ-ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যাদের নিজস্ব আন্ডারগ্রাউন্ড গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা আছে, যাতে প্রায় ৭০০ গাড়ি রাখা যায়। তিনি জানান, এটা কোনো বিলাসিতা নয়, তবে যেহেতু এখানে পড়তে আসা অধিকাংশ শিক্ষার্থীই বিত্তবান পরিবারের সন্তান সেহেতু এটি তাদের জন্য একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। তিনি বলেন, 'এসব ছাড়াও প্রযুক্তিগত সমর্থনের দিক থেকেও আমরা অনেক দিক থেকেই অনেকের তুলনায় এগিয়ে। আমাদের আঠারো একরের পুরো ক্যাম্পাসটিই সম্পূর্ণভাবে ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট-এর আওতায়। যে কেউ এখানে বসে ল্যাপটপ অথবা ওয়াই-ফাই এনাবলড ডিভাইস ব্যবহার করে ইন্টারনেটে সরাসরি কানেক্টেড হতে পারবে। এসব ছাড়াও আমাদের প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক ব্যবস্থা আছে যার ফলে সর্বোচ্চ মানে আমরা ক্লাস করার সুযোগ করে দিতে পারি আমাদের ছাত্রছাত্রীদের। ডিপার্টমেন্টগুলোর সবার নিজস্ব ল্যাবসহ সব মিলিয়ে আমাদের প্রায় পাঁচ হাজার কম্পিউটার আছে। আমার জানা মতে বাংলাদেশের আর কোথাও এই পরিমাণ জায়গার মধ্যে এতগুলো কম্পিউটার নেই। প্রতি বছরই আমরা কম্পিউটারগুলোর একটি বড় অংশ সম্পূর্ণ নতুন কম্পিউটার দিয়ে রিপ্লেস করে ফেলি। আমরা সব সময়েই আপডেটেড ও আপগ্রেডেড থাকার চেষ্টা করি। সম্প্রতি আমাদের লাইব্রেরি ব্যবস্থারও অনেক উন্নয়ন ঘটিয়েছি। অনলাইনে বই বুকিং দেয়া ও ডেট রিনিউ করা থেকে শুরু করে নানা রকম অনলাইন কনটেন্টস-এর সুবিধা আমরা দেয়ার চেষ্টা করি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর ই-বুকস-এর বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলেছি যেগুলো ছাত্রছাত্রীদের অনেক উপকারে আসে। এছাড়া বর্তমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য আমরা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অনলাইন জার্নাল সাবস্ক্রিপশন করে থাকি। কাজেই আমাদের প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ক্যাম্পাস এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠ চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে আমাদের লাইব্রেরি এনএসইউ-র অগ্রযাত্রায় একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। এর পাশাপাশি নানা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে যোগাযোগ করে আমাদের স্টুডেন্টদের তাদের কাছে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগসহ আরও বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি দেবার চেষ্টা করে থাকি। প্রশাসনিকভাবেও আমরা চেষ্টা করছি পুরোপুরি পেপারলেস পর্যায়ে যেতে। একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার একাডেমিক সব ধরনের তথ্য পেতে পারে আমাদের অনলাইন পোর্টালে লগ-ইন করে। এর পাশাপাশি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের মাধ্যমে সবাই যেন উপকৃত হতে পারে সে চেষ্টাও আমরা করি। ■